দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... FEB. 8 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

৯৪

সম্পাদকীয় কলামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুনঃনির্মাণ সংক্রান্ত বক্তব্য সম্পর্কে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের ব্যাখ্যা ও প্রতিবাদ

২রা ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার, দৈনিক সংবাদ-এ প্রকাশিত 'বন্যা বিধ্বস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়' শীর্ষক সম্পাদকীয়-এর প্রতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। উক্ত সম্পাদকীয়-এর বক্তব্য বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যভিত্তিক ও বাস্তব অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

এবারের বন্যার পর পাবনাসহ সমগ্র দেশের ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের পুনর্বাসন কার্যক্রমকে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে সেগুলো মেরামতের ত্বরিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তুলনামূলকভাবে কম/সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলগুলোকে স্বল্পমেয়াদি নির্মাণের আওতায় এনে প্রথম পর্যায়ে মেরামতের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। পাবনা জেলার ৫৩৭টি স্কুলসহ সারাদেশে সর্বমোট ১৫ হাজার ৩৬৬টি স্কুল মেরামতের জন্য বরাদ্দকৃত ২৩ কোটি '৭০ লাখ টাকা অক্টোবর '৯৮ মাস হতে ছাড় করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সরাসরি এ কাজ করাবেন। এ সকল স্কুলের মেরামত কাজ ইতোমধ্যেই প্রায় সম্পন্ন হতে চলছে মর্মে মাঠ পর্যায় থেকে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা পরিদর্শনে গিয়ে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন। প্রথম পর্যায়ের জরুরি মেরামতের জন্য বরাদ্দের কাজ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে পাবনা জেলার ৫টিসহ সমগ্র দেশে এ পর্যন্ত ২৯২টি বিদ্যালয়ের অনুকূলে মধ্যমেয়াদি কর্মসূচির আওতায় নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় করা হয়েছে। এখনও বরাদ্দ চলছে। প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি এবং এফডির মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন হবে। মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়সমূহকে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির আওতায় পুনঃনির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দের কাজও শুরু হয়েছে। উক্ত বরাদ্দ প্রক্রিয়া আগামী জুন মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কাজেই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল ভবনসমূহ মেরামতের/পুনঃনির্মাণের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কর্মসূচি গ্রহণপূর্বক সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ যাবৎ পাবনা জেলার বিদ্যালয়সমূহের জরুরি মেরামতের কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে বলে এ বিভাগ জানতে পেরেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সর্বোচ্চ সততা, জবাবদিহিতা ও জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে বিশ্বাসী। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, স্থানীয় প্রভাব কাঠামোর কারণে সরকারি চ্যানেল হতে প্রাপ্ত তালিকায় কোন কোন সময় হতবিধ্বস্ত স্কুলকে বাদ দিয়ে মেরামত নির্মাণ অপরিহার্য নয় এমন স্কুলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলসমূহ বঞ্চিত হয়, অর্থের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা এবং সরকারের লক্ষ্য অর্জনও বিলম্বিত/বাধাগ্রস্ত হয়। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে অধিকতর স্বচ্ছতার মাধ্যমে জনগণকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করে জনগণের নিকট হতে সরাসরি ভবনবিহীন/মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলের তালিক সংগ্রহ করার লক্ষ্যে সম্প্রতি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পশ্চাতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের আন্তরিক সদিচ্ছা কাজ করেছে। এর সাথে বন্যায় বিধ্বস্ত স্কুল বা বন্যাপুনর্বাসন কর্মসূচির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু দৈনিক সংবাদ-এর মত একটি দায়িত্বশীল পত্রিকা যাচাই না করে সম্পাদকীয়র মাধ্যমে বিষয়টিকে যেভাবে চিত্রিত করেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক। এ বিভাগ মনে করে এতে সরকারের মহৎ ইচ্ছাকে অপব্যাখ্যায়িত করা হয়েছে। জনমনে যাতে কোন বিভ্রান্তির সুযোগ না থাকে সে কারণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রকাশিত সম্পাদকীয়-এর বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

মোসাঃ ইসমত আরা জাহান
সিনিয়র সহকারী সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
ফোন-৮৬৭১৫১।